সপ্তদশ অধ্যায় ঃ

রাসুল ও অন্যান্যদের মধ্যে পার্থক্য (একনজরে)

০১। রাসুল হলেন আল্লাহ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি- ফিরিস্তা বা অন্যান্য মানুষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি নয়।

০২। রাসুল হলেন সংবাদদাতা ও প্রশাসনিক কর্তা-ফিরিস্তা জিবরাইল হচ্ছে শুধূ সংবাদবাহক-প্রশাসক নয়।

০৩। রাসুল হলেন মাখদুম- জিবরাইল ফেরেস্তা হচ্ছেন তাঁর খাদেম।

০৪। রাসুল হলেন আল্লাহর আইনের হাকিম- অন্যরা হলো সেই আইনের অধীন।

০৫। মানুষ রাসুলের উম্মত আছে- কিন্তু ফিরিস্তা রাসুলের উম্মত নেই।

০৬। রাসুলের বাণী আইন হয়- ফিরিস্তার বাণী আইন হয় না।

০৭। রাসুল হলেন বা-ইখতিয়ার বা ক্ষমতাবান- ফিরিস্তা হচ্ছে বে-ইখতিয়ার বা ক্ষমতাহীন।

০৮। রাসুল হলেন পবিত্রতা দানকারী -অন্যরা পবিত্রতা গ্রহণকারী।

০৯। রাসুল যত ইচ্ছে বিবাহ করতে পারেন- উম্মত চারের অধিক পারেনা।

১০। রাসুল হলেন ক্বলব বা হৃৎপিন্ড স্বরূপ- উম্মত হচ্ছে দেহ স্বরূপ।

১১। রাসুল হলেন ফয়েয দাতা - উম্মত হচ্ছে ফয়েয গ্রহীতা।

১২। রাসুল হলেন সব কিছুর মাধ্যম - বান্দারা তা নয়।

১৩। রাসুল হলেন আল্লাহর রশি- বান্দারা হচ্ছে সেই রশি ধারক।

১৪। রাসুল হলেন ঈমান- আমরা হলাম মোমেন।

১৫। রাসুল হলেন আল্লাহ হতে গ্রহণকারী - আমরা হচ্ছি রাসুল হতে গ্রহনকারী।

১৬। রাসুল হলেন জাহানের কান্ডারী- আমরা হলাম আরোহী।

১৭। রাসুল হলেন হাদী - আমরা হলাম হেদায়াত গ্রহণকারী।

১৮। রাসুল জন্মসূত্রে আরিফ বিল্লাহ - আমরা তা নই।

www.sunnibarta.com

১৯। রাসুল আল্লাহ কর্তৃক শিক্ষাপ্রাপ্ত - আমরা মানুষ কর্তৃক শিক্ষাপ্রাপ্ত।

২০। রাসুল জন্মসূত্রে নিষ্পাপ বা মাসুম - অন্য কেউ মাসুম নয়। অলীগন হলেন মাহফুয।

২১। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বচক্ষে আল্লাহর দীদার লাভকারী - অন্য কেউ সাক্ষাৎ দীদার লাভকারী নয়।

২২। রাসূলের উপাধী হাযির ও নাযির - অন্য কেউ হাযির নাযির উপাধীপ্রাপ্ত নয়।

২৩। রাসুলের সত্বা প্রত্যেক কবরে উপস্থিত - অন্য কারো সত্বা নয়।

২৪। রাসুল জান্নাত ও হাউযে কাউছারের মালিক - আমরা জান্নাতের বাসিন্দা ও কাউছার পানকারী।

২৫। রাসুলের নাম আল্লাহর নামের সাথে অঙ্কিত - অন্য কারো নাম অঙ্কিত নয়।

২৬। রাসুলের নামের সাইনবোর্ড জান্নাতের সর্বত্র - অন্য কারো নামের সাইনবোর্ড সেখানে নেই।

২৭। রাসুল মুমিনের প্রাণের চেয়েও বেশী নিকটে - অন্য কেউ এরূপ নয়।

২৮। রাসুল সমগ্র সৃষ্টির জন্য রহমত - অন্যরা রহমতপ্রাপ্ত।

২৯। রাসুল শরিয়ত প্রনেতা - অন্যরা শরিয়তের অনুসারী।

৩০। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরিয়তের আইনে ব্যতিক্রম করতে পারেন- অন্যরা পরিবর্তন বা ব্যতিক্রম করতে পারে না।

৩১। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুপারিশের মাধ্যমে বিনা হিসাবে জান্নাত দিতে পারেন- অন্য কেউ পারে না।

৩২। সৈয়দ জামাআত আলী শাহ মোহাদ্দেস আলীপুরী (রহঃ) এবং মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রঃ) উল্লেখ করেছেন-

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণ মানুষের চেয়ে ২৭গুন উর্দ্ধ মর্যাদায় উন্নীত। যেমনঃ- (১) মানুষ (২) মু'মিন (৩) অলী (৪) শহীদ (৫) মুত্তাকী (৬) মুজতাহিদ (৭) আবরার (৮) আওতাদ (৯)

www.sunnibarta.com

আবদাল (১০) কুতুব (১১) কুতুবুল আক্তাব (১২) গাউস (১৩) গাউসুল আ'যম (১৪) তাব্‌য়ে তাবেয়ী (১৫) তাবেয়ী (১৬) সাহাবী (১৭) আনসার (১৮) মুহাজির (১৯) সিদ্দীক (২০) নবী (২১) রাসুল (২২) উলুল আয্‌ম (২৩) খলিলুল্লাহ (২৪) খাতামুন্নাবিয়্যীন (২৫) রাহমাতুল্লিল আলামীন (২৬) হাবিবুল্লাহ (২৭) মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)। এরপর শুধু উলুহিয়াতের স্থান।

এগুলো সাধারণ মানুষ এবং রাসুলের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য। এছাড়াও হাজার রকম পার্থক্য আছে। এক কথায়- তিনি বে-নজীর ও বে-বিছাল। তিনি কোন ক্ষেত্রেই আমাদের মত নন এবং আমরাও কোন ক্ষেত্রেই তাঁর মতো নই। ইহাই চূড়ান্ত কথা। আমরা তাঁর মুখাপেক্ষী-সমগ্র সৃষ্টিও তাঁর মুখাপেক্ষী। যারা বলবে- তিনি আমাদের মত মানুষ- তাদের অন্তরে বেদ্বীনী রোগ আছে। (ছালাতান ওয়া সালামান আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ)।

লিখা সমাপ্ত ৩০শে এপ্রিল ২০০৫ইং

= ০ =

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)-এর পরিকল্পনা সমূহঃ

১. আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কেন্দ্রীয় অফিস নির্মাণ।

২. আ'লা হযরত সুন্নী একাডেমী প্রতিষ্ঠা ও সুন্নী পল্লী নির্মাণ।

৩. সুন্নী ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।

৪. তাফসীর ও মোনাযারা প্রশিক্ষণ।

৫. সুন্নী গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।

৬. সুন্নী লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা।

৭. দরজায়ে তাখাচ্ছুছ (এমফিল) খোলা।

৮. দারুল হিফয ওয়াল ক্বিরাত প্রতিষ্ঠা।

৯. ইয়াতীম পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন।

১০. সুন্নী মুবাল্লিগ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।

১১. মৌলিক গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ শাখা প্রতিষ্ঠা।

www.sunnibarta.com